হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র

নগদান বই

যে লেনদেনসমূহ নগদ টাকা বা চেকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় সেগুলো তারিখের ক্রমানুসারে প্রাথমিকভাবে যে বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে নগদান বই বলে।

■ নগদান বই চার প্রকার। যথাঃ

১। একঘরা নগদান বই

২। দুইঘরা নগদান বই

৩। তিনঘরা নগদান বই

৪। খুচরা নগদান বই

■ নগদান বই প্রস্তুতের গুরম্নত্বপূর্ণ নিয়মাবলিঃ

ক) প্রথমে প্রশ্ন ভালোভাবে পড়ে বুঝে নিতে হবে কত ঘরা নগদান বই করতে হবে (সে অনুযায়ী ঘর আঁকবে) একঘরা, দুঘরা না তিনঘরা। বুঝবার উপায়ঃ

i) যদি বলা থাকে দুঘরা নগদান বই বা যদি বলা থাকে নগদ ও ব্যাংক সংযুক্ত নগদান বই সেড়্রোত্রে (বাট্রার লেনদেন থাকলেও) দুঘরা নগদান বই প্রস্তুত করতে হবে।

ii) যদি বলা থাকে উপযুক্ত নগদান বই প্রস্তুত করো, সেড়্রোত্রে নগদ বাট্রার লেনদেন থাকলে তিনঘরা আর নগদ বাট্রার লেনদেন না থাকলে দুঘরা নগদান বই প্রস্তুত করতে হবে এবং ব্যাংক সংক্রান্ত্ম লেনদেন না থাকলে একঘরা নগদান বই প্রস্তুত করতে হবে।

খ) দেখতে হবে এন্ট্রিটি লেনদেন কি না । কেননা যা লেনদেন নয় তা জাবেদাভুক্তও হয় না।

গ) এন্ট্রিটি লেনদেন বলে বিবেচিত হলে দেখতে হবে ঐ লেনদেনের দ্বারা নগদ/ব্যাংকের অর্থের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে, না হ্রাস পেয়েছে। কেননা আমরা জানি সব রকমের প্রাপ্তি নগদান বইয়ের ডেবিট এবং সব রকমের পরিশোধ নগদান বইয়ের ক্রেডিট দিকে হবে।

■ যে সমস্ত্ম লেনদেন নগদান বইতে অন্তর্ভুক্ত হবে না তা হলো-

১। ধারে মাল ক্রয়/বিক্রয় করা হলে।

২। ব্যবসায় হতে পণ্য উত্তোলন করা হলে।

৩। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে পণ্য বিতরণ করা হলে।

৪। পণ্য ফেরত/আন্তঃ ফেরত/বহিঃফেরত।

৫। অবচয়।

৬। কারবারি বাট্রা।

৭। কুঋণ/অনাদায়ী পাওনা ধার্য করা হলো।

■ কন্ট্রা দাখিলা /বিপরীত দাখিলাঃ

যে সকল লেনদেনের দ্বারা নগদান হিসাব ও ব্যাংক হিসাব দুটোই একত্রে প্রভাবিত হয় ঐ সকল লেনদেনের জন্য কন্ট্রা/বিপরীত দাখিলা দিতে হয়। নগদান ও ব্যাংক উভয়ই সম্পদ শ্রেণির হিসাব। তাই নির্দিষ্ট লেনদেনের দ্বারা একটি হিসাব ডেবিট হলে অপর হিসাব ক্রেডিট হবে। অর্থাৎ একটি হিসাব ডেবিট হলে অপরটি ক্রেডিট হবে। এরন্নপ দাখিলা নগদান বইয়ে লিপিবন্ধ করার সময় খ: পৃ: কলামে 'ক' বা 'সি' লিখতে হয়। উভয় দিকে পোস্টিং এর পর হিসাব দুটির পাসে 'সি' বা 'ক' লিখে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

■ প্রারম্বিক নগদ তহবিল এবং ব্যাংক জমা: দুঘরা নগদান বই/ তিনঘরা বইয়ের ডেবিট দিকে ব্যালেন্স বি/ডি বাবদ নগদ জমা ক্যাশ কলামে এবং ব্যাংক জমা ব্যাংক কলামে লিখতে হবে। ব্যাংক জমাতিরিক্ত/ব্যাংক ওভারড্রাফট থাকলে ক্রেডিট দিকে ব্যাংক কলামে লিখতে হবে।

ব্যাংক ও /ডি→ব্যাংক জমার ক্রেডিট উদ্বৃত্ত বোঝায়।

■ বর্তমানে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে নগদান বইয়ের পরিবর্তে নিম্নোক্ত জাবেদা প্রস্তুতের মাধ্যমে নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান পৃথকভাবে নির্ণয় করা হয়:

১। নগদ প্রাপ্তি জাবেদা: একটি নির্দিষ্ট সময়ের মোট নগদ আন্তঃপ্রবাহ জানার উদ্দেশ্যে সকল নগদ ও নগদ সমতুল্য প্রাপ্তির লেনদেন নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় লিপিব্ধ করা হয়। নগদ সমতুল্য বলতে নগদে ও যেকোনো চেকে বা ATM কার্ডে সম্পন্ন লেনদেনকে বোঝায়। নগদ প্রাপ্তি জাবেদার ছকটি এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে প্রতিটি নগদ প্রাপ্তির খাত সহজে বোঝা যায়।

২। নগদ প্রদান জাবেদা: একটি নির্দিষ্ট সময়ের মোট নগদ বহিঃ প্রবাহ জানার উদ্দেশ্যে সকল নগদ ও নগদ সমতুল্য প্রদানের লেনদেন নগদ প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

■ প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

১। একঘরা নগদান বইয়ের নগদ তহবিল নির্ণয়=প্রারম্ভিক নগদ তহবিল+যাবতীয় নগদ প্রাপ্তি-যাবতীয় নগদ পরিশোধ

২। নগদ বাট্রার পরিমাণ=প্রদত্ত বাট্রা+প্রাপ্ত বাট্রা

৩। প্রদত্ত বাট্রা=মোট দেনাদার-পূর্ণ নিষ্পত্তিতে প্রাপ্ত অর্থ

৪। প্রাপ্ত বাট্রা=মোট পাওনাদার-পূর্ণ নিষ্পত্তিতে প্রদত্ত অর্থ

৫। ক্রয় বাট্রা=ক্রয়কৃত পণ্যের মোট পরিমাণ ×কারবারি বাট্রার শতকরা হয়।

৬। বিক্রয় বাট্রা=বিক্রয়কৃত পণ্যের মোট পরিমান × কারবারি বাট্রার শতকারা হার।

৭। মোট ক্রয়=নগদে ক্রয়+চেকে ক্রয়+বিলের মাধ্যমে ক্রয়+বাকিতে ক্রয়

৮। মোট বিক্রয়=নদদে বিক্রয়+চেকে বিক্রয়+বিলের বিনিময়ে বিক্রয়+বাকিতে বিক্রয়।